ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

জাবির ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৯ হাজার টাকা ঘাটতি দেখিয়ে ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার সিনেট হলে অনুষ্ঠিত সিনেটের ২৭তম বার্ষিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকার বাজেট এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের (সংশোধিত) ৫০ কোটি ৪৫ লাখ টাকার ব্যয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করলে সিনেট সদস্যরা তা পাস করেন।

পাসকৃত বাজেট গত বছরের মূল বরাদ্দ ৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকার তুলনায় ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা অর্থাৎ ৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি।

সিনেটের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ মুনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সিনেট সচিব ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কাজী মহিউদ্দিন।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, ৯০ দশকের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটহীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট প্রকট আকার ধারণ করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গতিশীল ও সেশনজটমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি আরো বলেন, ছাত্রদের জন্য চলতি বছরে ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি হল নির্মাণ করা হবে। সম্প্রতি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়ায় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আমি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হাই এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, অসৎ রাজনীতি ও শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মনোভাব শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম বিপর্যয় ও বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষা যাতে বাণিজ্যপণ্যে রূপান্তরিত না হয় সেদিকে সচেতন নাগরিক ও সরকারকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বলেন, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অধিক সংখ্যক মানুষকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত বরাদ্দ দিন দিন কমে আসায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থ সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (বিমক) আরো মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকার মধ্যে বিমক থেকে ৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আয় হিসেবে ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে।